দু'গাড়ি পুলিশ ও কুকুর নিয়ে ইন্দ্রনীলের বাড়িতে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি— দুর্গাপুজোর পাস দুর্নীতি মামলায় তদন্তের গতি বাড়াল কলকাতা পুলিশ। জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের কসবার বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চালাল লালবাজারের পুলিশ। দু'টি পুলিশের গাড়ির সঙ্গে তল্লাশি অভিযানে ছিল গোয়েন্দা কুকুরও। সম্প্রতি এই মামলায় ইন্দ্রনীল গ্রেপ্তার হওয়ার পর মাস আর্ট সোসাইটির সচিব ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, পাস বিক্রির পরিকল্পনা থেকে দুর্নীতির টাকা আড়াল করা— একাধিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর।



গত বুধবার সন্ধ্যায় টেরিটি বাজার এলাকা থেকে ধ্রুবজ্যোতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে পুলিশের দাবি, ২০২১ সালে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার পর মাস আর্ট সোসাইটি তৈরি হয়। এই সংস্থাকে সামনে রেখেই ভিআইপি পাস এবং প্রিভিউ শোয়ের টিকিট বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ধ্রুবজ্যোতি ও ইন্দ্রনীল সেন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ধ্রুবজ্যোতির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের টেন্ডারেও কাজ পায়। অভিযোগ, ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে চড়া দামে পাস ও টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল।

তদন্তে ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মধুছন্দা এবং মেয়ের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। দু'জনকেই লালবাজারে তলব করা হয়েছিল। এফআইআরে মধুছন্দার নাম থাকলেও কলকাতা হাই কোর্টের রক্ষাকবচ রয়েছে তাঁর। ইন্দ্রনীল ও মধুছন্দাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরাও করা হয়। সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসাবাদে দু'জনেই একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। মধুছন্দার দাবি, তিনি ইন্দ্রনীলকে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। অন্যদিকে, ইন্দ্রনীলের বক্তব্য, তাঁর স্ত্রী সব কিছু জানতেন।

গোয়েন্দাদের দাবি, ইন্দ্রনীলের মেয়ের মালিকানাধীন 'আই এসকেপ' এবং 'মাইরা' নামে দুটি বাণিজ্য সংস্থার আর্থিক লেনদেনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্নীতির টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই মামলায় মোট ১১৫ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ তুলেছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের দাবি, পুজোর পাস বিক্রি থেকেই ৩০ থেকে ৬০ কোটি টাকা তোলা হয়েছিল।

কালীপুজোয় রাত ১১টা পর্যন্ত মেট্রো, সকালেও এগিয়ে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি— কালীপুজোয় ঠাকুর দেখা থেকে রাতের যাতায়াতে যাত্রীদের সুবিধায় মেট্রোর সময়সূচিতে বড়সড় বদল। সকাল ৯টার আগেই শুরু হবে পরিষেবা, বাড়বে রাতের মেট্রোও। ব্লু ও গ্রিন লাইনে বাড়তি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তবে ইয়েলো লাইনে সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে। পার্পল ও অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

কালীপুজোর দিন ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে আপ ও ডাউন মিলিয়ে চলবে ১৫২টি মেট্রো। নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের প্রথম ট্রেন সকাল ৭টা ৫৪ মিনিটে। শহিদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো সকাল ৮টায়। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমারের শেষ মেট্রো রাত ১১টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের শেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে।

গ্রিন লাইন অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ রুটে ১১১টির বদলে চলবে ১২৩টি মেট্রো। দু'দিকেই প্রথম ট্রেন সকাল ৮টার কাছাকাছি সময়ে। হাওড়া ময়দান থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৮টায়, সেক্টর ফাইভ থেকে ৮টা ২ মিনিটে। তবে শেষ মেট্রো দু'দিকেই রাত ১১টায়।

ইয়েলো লাইন অর্থাৎ নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর রুটে চলবে ৭৮টি মেট্রো। প্রথম ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে সকাল ৯টা ১৮ মিনিটে, বিমানবন্দর স্টেশন থেকে ছাড়বে ৯টা ৪০ মিনিটে। শেষ ট্রেন যথাক্রমে রাত ৯টা ও ৯টা ২০ মিনিটে। তবে অন্য রবিবারের মতোই পার্পল ও অরেঞ্জ লাইনে বন্ধ থাকবে পরিষেবা।

কালীপুজোর আগে চাকরির সুখবর, কলকাতা পুলিশে ৩০৯ জনকে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি— কালীপুজোর আগেই রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বড় সুখবর। কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন পদে ৩০৯ জনকে নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। শনিবার দুপুর ১২টা থেকে লালবাজারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সফল প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নতুন সরকারের আমলে কলকাতা পুলিশে এই নিয়োগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে শহরের বিভিন্ন থানায় পুলিশকর্মীর অভাব এবং দৈনন্দিন কাজের চাপ নিয়ে যে অভিযোগ উঠছিল, নতুন নিয়োগে সেই পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, সাব-ইনস্পেক্টর, ট্রাফিক সার্জেন্ট এবং সশস্ত্র পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদে এই ৩০৯ জনকে নিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ, কলকাতা পুলিশের সাধারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং সশস্ত্র পুলিশের দায়িত্ব সামলানোর জন্যও নতুন কর্মী পেতে চলেছে প্রশাসন। শনিবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নিয়োগপত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে।

পালাবদলের পর নতুন সরকারের কাছে পুলিশ প্রশাসনের পরিকাঠামো ও কর্মীসংখ্যা বাড়ানো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। কলকাতার একাধিক থানায় দীর্ঘদিন ধরেই প্রয়োজনের তুলনায় নিয়মিত পুলিশকর্মীর সংখ্যা কম বলে অভিযোগ উঠছিল। থানার দৈনন্দিন কাজ, তদন্ত, টহলদারি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগের নিষ্পত্তি— সব ক্ষেত্রেই পুলিশকর্মীদের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছিল। সেই পরিস্থিতিতে সিভিক ভলান্টিয়ারদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।



প্রসঙ্গত, পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কর্মীসংকটের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আধিকারিকদের সীমিত কর্মী নিয়ে একাধিক দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছিল। বিশেষত শহরের ব্যস্ত এলাকাগুলিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী থাকা জরুরি। নতুন ৩০৯ জন যোগ দিলে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন বিভাগে কাজের চাপ কিছুটা কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কোন বিভাগে কতজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়োগের পর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে।

এই নিয়োগের ফলে একদিকে যেমন দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা ৩০৯ জন চাকরিপ্রার্থীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে কলকাতা পুলিশের কর্মী সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ফলে কালীপুজোর আগে নিয়োগপত্র হাতে পাওয়া সফল প্রার্থীদের কাছে নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি। শহরের পুলিশি পরিষেবা আরও কার্যকর করা এবং থানাগুলির উপর থেকে কাজের চাপ কমানোর ক্ষেত্রে এই নিয়োগ কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নীরজ কুমার সিং জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে আগামী দিনে আরও নিয়োগ করা হবে। কলকাতা পুলিশে ৩০৯ জনের নিয়োগের পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও কর্মী নিয়োগের এই আশ্বাস রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে পরবর্তী নিয়োগের সংখ্যা, পদ এবং সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।

ব্যবসায়ীদের খবর নিলেন মন্ত্রী অজয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম বর্ধমান, ৬ নভেম্বর— কালীপুজো ও দীপাবলির উৎসবের আমেজে জমজমাট বরাকর বাজার। চতুর্দশী ও ছোট দিওয়ালি উপলক্ষে শুক্রবার সকাল থেকেই প্রতিমা, প্রদীপ, ফুল-ফল ও পুজোর সামগ্রী কিনতে ভিড় করেন ক্রেতারা। সেই ব্যস্ত বাজারে ঘুরে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন রাজ্যের মন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার।

বাজারের বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ব্যবসার পরিস্থিতি ও তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন মন্ত্রী। ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলে কেনাকাটার অভিজ্ঞতা জানতে চান। তিনি জানান,চতুর্দশী ও ছোট দিওয়ালি কালীপুজোর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রতি বছরের মতো এবারও সাধারণ মানুষের মতো বাজারে এসে তাঁদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন।

পেট্রাপোলের সংঘাতে হুঁশিয়ারি শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ নভেম্বর— শ্রমিকদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত পেট্রাপোল বন্দর। পণ্য সরবরাহ একবার চালু হওয়ার পরেও বৃহস্পতিবার ইন্টারনেট পরিষেবার সমস্যায় ফের থমকে যায় সেই কাজ। সেই আবহেই এবার রাজনৈতিক সংঘাতের উত্তাপ বাড়ালেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। নাম না করে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াকে নিশানা করে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'যে যত বড়ই নেতা হোক, ঘাড় ধরে দাবিয়ে দেব।' পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন তিনি।

বৃহস্পতিবার বনগাঁর মতিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিক সংগঠনের বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু। মঞ্চে ছিলেন হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল-সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানেই শান্তনু বলেন, 'বনগাঁর মাটিতে নতুন করে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে দেওয়া হবে না।' তাঁর অভিযোগ, সরকার পরিবর্তনের পরেও কিছু মানুষ এলাকায় নতুন করে 'তৃণমূলীকরণ'-এর চেষ্টা করছেন। সাত বছর ধরে সাংসদ এবং পাঁচ বছর ধরে মন্ত্রী থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বনগাঁর সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। সাংসদ হিসাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এই চেষ্টা সফল হতে দেবেন না।'

পেট্রাপোলে শ্রমিকদের মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা নিয়েও পুলিশকে কাঠগড়ায় তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, আক্রান্ত শ্রমিকরা মামলা করলেও অভিযুক্তরা এখনও গ্রেপ্তার হননি। উল্টে পুলিশ অভিযুক্তদের কথাতেই চলছে। বিজেপি কর্মীদের হুমকি ও মারধরের অভিযোগ তুলে তিনি পুলিশ প্রশাসনকেও দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। পেট্রাপোল থানার আধিকারিকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃত্ব নিয়েও মন্তব্য করেন দেবদাস মণ্ডল। তাঁর অভিযোগ, কেউ কেউ নতুন করে মতুয়া পরিচয় নিয়ে ধর্মগুরু হওয়ার দাবি করছেন। ভক্তদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'নকল মতুয়া হইতে সাবধান।'



শুক্রবার টালিগঞ্জে রাধা স্টুডিও ও সিনেমা শতবার্ষিকী ভবন পরিদর্শন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

রানিগঞ্জে পথ নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে রাস্তায় সাংবাদিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম বর্ধমান, ৬ নভেম্বর— শুধু খবর পরিবেশন নয়, সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের বার্তা নিয়েও পথে নামলেন সাংবাদিকরা। পথ দুর্ঘটনা রোধ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার রানীগঞ্জে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করল রানিগঞ্জ প্রেস মিডিয়া পার্সনসের সদস্যরা। পাঞ্জাবি মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের নিচে শহিদ ভগৎ সিংয়ের মূর্তির সামনে এই পথ নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মসূচিতে পথচলতি মানুষ ও বিভিন্ন যানবাহনের চালকদের নিরাপদে যাতায়াতের বিষয়ে সচেতন করা হয়। সাংবাদিকরা জানান, দু'চাকা গাড়ি চালানোর সময় হেলমেট এবং চারচাকা গাড়িতে সিট বেল্ট ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত গতিতে যানবাহন চালানো এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানানো হয়।

এই উদ্যোগে অংশ নেন সাংবাদিক বাপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্রাট দাস, বিপ্লব বাদ্যকর, অনুপ যোশী, জিশু, ফাহাদ আনসারি ও ফৈজান সিদ্দিকি-সহ অন্যান্যরা। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সিভিক ভলান্টিয়াররাও।

কর্মসূচি থেকে বার্তা দেওয়া হয়, সামান্য অসতর্কতাও নিজের পাশাপাশি অন্যের জীবন বিপন্ন করতে পারে। তাই ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। নিজে নিরাপদ থাকা এবং অন্যকে নিরাপদ রাখার আবেদন জানান উদ্যোক্তারা।

একা হাতে ১৩ কিলোমিটার সৈকত সাফাই শ্যামলের, লক্ষ্য প্লাস্টিকমুক্ত দিঘা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ নভেম্বর— প্লাস্টিকের জঞ্জালে বিপন্ন সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র। পর্যটকদের ফেলে যাওয়া আবর্জনায় দূষিত হচ্ছে সৈকত, বিপদের মুখে পড়ছে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য। সেই দূষণের বিরুদ্ধে একাই লড়াই শুরু করলেন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির কুলাই পদিমা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্যামল জানা। মন্দারমণি থেকে দিঘা পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ কিলোমিটার সৈকত সাফাইয়ের অভিযান শুরু করেছেন তিনি। শুক্রবার থেকে এই সাফাই অভিযান শুরু করলেন এক শিক্ষক।

পেশায় শিক্ষক হলেও পরিবেশরক্ষাই শ্যামলের অন্যতম নেশা। এলাকায় গাছ লাগানো, নিয়মিত তার পরিচর্যা, এসব কাজ দীর্ঘ দিন ধরেই করছেন তিনি। এবার নজর সমুদ্রসৈকতের দিকে। শুক্রবার সকালে হাতে বাঁশের কঞ্চি আর দু'টি বস্তা নিয়ে প্লাস্টিক কুড়োতে নেমে পড়েন শ্যামল। কিন্তু কাজ শুরু করতেই বুঝতে পারেন, সৈকতে ছড়িয়ে থাকা জঞ্জালের পরিমাণ কতটা বিপুল! তাঁর অনুমান, মন্দারমণি থেকে দিঘা পর্যন্ত সৈকত থেকে দু'-তিনটি পিকআপ ভ্যান ভর্তি প্লাস্টিক উদ্ধার হতে পারে।



শ্যামলের লক্ষ্য শুধু সৈকত পরিষ্কার রাখা নয়, সবুজায়নেও নজির গড়া। পাঁচ হাজার বটগাছ লাগানোর লক্ষ্যও নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে ২৩০০-র বেশি গাছ লাগিয়েছেন। এবার সেই উদ্যোগের সঙ্গে জুড়েছে প্লাস্টিকমুক্ত সৈকতের স্বপ্ন। তাঁর আবেদন, পর্যটকেরা যেন যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক না ফেলেন এবং পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হন। শ্যামলের কথায়, একার পক্ষে এত বড় কর্মসূচি চালানো সম্ভব নয়। তাই আগামী দিনে কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। মাসে অন্তত দু'দিন চলবে সৈকত সাফাই। সংগৃহীত প্লাস্টিককে পুনর্ব্যবহারের কাজে লাগানোর চেষ্টাও করবেন তিনি। নিজের উদ্যোগের কথা সমাজমাধ্যমেও তুলে ধরেছেন শ্যামল। তাঁর লড়াইয়ের স্পষ্ট বার্তা, সমুদ্রকে বাঁচাতে হলে প্রথমে বদলাতে হবে মানুষের অভ্যাস।

আপাতত জামিন নয় সুমিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি— শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের জামিনের আবেদন খারিজ না করলেও তাঁকে স্বস্তি দিল না কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এখনই তার জামিন হচ্ছে না। পুজোর ছুটি শেষে আগামী ১৬ নভেম্বর আদালত খুললে নিয়মিত বেঞ্চে তাঁর আবেদনের শুনানি হবে। তাই জেল হেফাজতেই থাকতে হচ্ছে সুমিতকে।

প্রসঙ্গত, শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই নিজের গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এর আগে আগাম জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন সুমিত। কিন্তু শীর্ষ আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার হাই কোর্টে তাঁর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সুমিতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতে জানিয়েছেন, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তদন্তকারীদের হাতে আরও তথ্য আসছে। এই অবস্থায় অভিযুক্ত জামিন পেলে তদন্ত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি জানান, এখনই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চান না। ছুটির পর নিয়মিত বেঞ্চেই বিষয়টি উঠবে।

উল্লেখ্য, জমি দুর্নীতির পাশাপাশি চাকরি দুর্নীতি মামলাতেও সুমিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। সেই মামলায় তিনি আগাম জামিন পেয়েছিলেন। তবে শালবনির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে অভিযোগ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলেরও।

নবম পাশে ছেলেকে পুরস্কার বিএমডব্লিউ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান, ৬ নভেম্বর— নবম শ্রেণির হাফইয়ার্লি পরীক্ষায় পাশ করেছে ছেলে। আর সেই সাফল্যের পুরস্কার হিসাবে ছেলের হাতে উঠল প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার বিএমডব্লিউ। পূর্ব বর্ধমানের গলসির পারজে এই উপহার ঘিরে এখন চর্চা তুঙ্গে। ছেলে তালহা মিদ্যাকে পাশে নিয়ে কচি কলাপাতা রঙের সেই গাড়ির সঙ্গে ছবি তুলেছেন বাবা সামসুদ্দিন মিদ্যা। সামসুদ্দিন পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজের বাইরে দামি গাড়ির শখের জন্যও এলাকায় তাঁর পরিচিত রয়েছে। তাঁর গ্যারাজে রয়েছে একাধিক নামি গাড়ি। এবার সেই তালিকায় ঢুকল বিএমডব্লিউ এম৪ কমপিটিশন।

স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র তালহা। কিছুদিন আগে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার ফল বেরোয়। ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করেছে ছেলে। তাতেই খুশি হয়ে বাবা ঠিক করেন, ছেলেকে পুরস্কার দেবেন গাড়ি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মুম্বাই পৌঁছন তিনি। সেখানেই গাড়ির মডেল এবং রং পছন্দ করেন বাবা-ছেলে। সামসুদ্দিনের দাবি, গাড়িটির জন্য খরচ হয়েছে কমবেশি ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। গাড়ির মডেলের পাশাপাশি নম্বর নিয়েও বিশেষ পছন্দ রয়েছে সামসুদ্দিনের। তাঁর একাধিক গাড়ির নম্বরের শেষ তিনটি সংখ্যা '৫৫৫'। কারণ, তিনি শাহরুখ খানের বড় ভক্ত। বলিউড তারকার কয়েকটি গাড়ির নম্বরের সঙ্গেও মিলে যায় সেই সংখ্যা।

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত আঞ্চলিক কার্যালয়
সেকেন্ড ফ্লোর, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-নিলাম
যেটি অনুষ্ঠিত হবে
০৯-১২-২০২৬

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধকে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর (২০০২-এর ৫৪ তম) ধারা ১৩(১২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮ এবং ৯ অনুসারে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক ঋণগ্রহীতাদের/জামিনদাতাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন এবং নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন এবং উক্ত অ্যাক্টের নিয়ম ৮-এর ৫ ও ৬ উপ-নিয়ম অনুসারে উল্লিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে ই-নিলামের জন্য অফার আহ্বান করেছেন। এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণ ভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে বিশেষভাবে সারফায়েসি অ্যাক্ট অনুযায়ী জানানো হচ্ছে যে, উল্লেখ করা সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২-এর শর্তাবলী অনুসারে ব্যাঙ্কের বাকি থাকা মূল্য আদায়ের জন্য বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, সঙ্গে শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনা/ বকেয়া অর্থাঙ্ক (টাকায়)	দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) এবং অগ্রিম জমার মূল্য (ইএমডি, টাকায়)
শাখা: কৈখালি **ঋণগ্রহীতা: মিসেস সুমিতা ভৌমিক এবং মিঃ মৃন্ময় ভৌমিক** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি পুরসভা, ওয়ার্ড নং-১২, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১০	আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ, যার নং- এফ১, একটি ৩ তলা বাড়ির দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত, যার জায়গার পরিমাপ এসবিইউ কমবেশি প্রায় ৮৫০ বর্গফুট, হোল্ডিং নং- ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা- সোদপুর, জে.এল. নং- ৮, আর.এস. নং- ৪৫, এল.ও.পি. নং- ২এ, আর.এস. দাগ নং-৬৬৩(পি), আর.এস. খতিয়ান নং-২, থানা-খড়দহ, পানিহাটি পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১০। ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে ২টি শোওয়ার ঘর, ১টি রান্নাঘর সহ বসার এবং খাওয়ার জায়গা, ১টি শৌচাগার। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে-** এল.ও.পি. নং-৪, মানিক দে-র বাড়ি; **দক্ষিণে-** ১৮ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা; **পূর্বে-** এল.ও.পি. নং-২বি, এম. ব্যানার্জি-র বাড়ি; **পশ্চিমে-** ১৮ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা। **ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তরে-** উন্মুক্ত; **দক্ষিণে-** উন্মুক্ত; **পূর্বে-** উন্মুক্ত; **পশ্চিমে-** সিঁড়ি এবং সাধারণ করিডোর।	২০,৯০,০০৪ টাকা, ০৬.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে, সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ও অন্যান্য খরচ।	৩১.০৭.২০২৩ এবং ১৯.১০.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	১৬,৭৩,০০০ টাকা এবং ১,৬৭,৩০০ টাকা
শাখা: কৈখালি **ঋণগ্রহীতা: মিঃ সুপ্রিয় রায় এবং মিসেস মৌসুমী রায়** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি পুরসভা, ওয়ার্ড নং-১২, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১০	আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ যার ফ্ল্যাট নং-জি১ (দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে), একটি ৩ তলা বাড়ির একতলায় অবস্থিত, যার পরিমাপ এসবিইউ প্রায় ৬০৭ বর্গফুট কমবেশি। হোল্ডিং নং- ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং-৮, আর.এস. নং-৪৫, এল.ও.পি. নং-২এ, আর.এস. দাগ নং-৬৬৩ (পি), আর.এস. খতিয়ান নং- ২, থানা-খড়দহ, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১০। ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে ১টি শোওয়ার, ১টি রান্নাঘর সহ বসার এবং খাওয়ার জায়গা, ১টি শৌচালয়। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে-** এল.ও.পি. নং-৪, মানিক দে-র বাড়ি; **দক্ষিণে-** ১৮ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা; **পূর্বে-** এল.ও.পি. নং-২বি, এম. ব্যানার্জি-র বাড়ি; **পশ্চিমে-** ১৮ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা। **ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তরে-** উন্মুক্ত; **দক্ষিণে-** উন্মুক্ত; **পূর্বে-** উন্মুক্ত; **পশ্চিমে-** সিঁড়ি ও সাধারণ করিডোর।	২০,১২,৪৫১ টাকা ০৬.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ও অন্যান্য খরচ	১১.০৫.২০২৩ এবং ১৯.০৯.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	১১,০৩,০০০ টাকা এবং ১,১০,৩০০ টাকা
শাখা: কৈখালি **ঋণগ্রহীতাগণ: মিঃ মিত্রজিৎ ঘোষ এবং রূপা আচার্য (প্যান নং: ANKPG4800B